

সূরা ১১৪ : নাস, মাক্কী

(আয়াত ৬, রুকু ১)

১১৪ - سورة الناس، مَكِّيَّة

(آيَاتُهَا : ٦، رُكُوعَاتُهَا : ١)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
(১) বল : আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের রবের,	١. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ
(২) যিনি মানবমন্ডলীর মালিক বা অধিপতি।	٢. مَلِكِ النَّاسِ
(৩) যিনি মানবমন্ডলীর উপাস্য।	٣. إِلَهِ النَّاسِ
(৪) আত্মগোপনকারী কু-মন্ত্রণা দাতার অনিষ্টতা হতে।	٤. مِنَ الشَّرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ
(৫) যে কু-মন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে,	٥. الَّذِي يُوسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ
(৬) জিনের মধ্য হতে অথবা মানুষের মধ্য হতে।	٦. مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ.

এ সূরায় মহামহিমাবিত আল্লাহর তিনটি গুণ বিবৃত হয়েছে। অর্থাৎ তিনি হলেন পালনকর্তা, শাহানশাহ এবং মা'বুদ বা পূজনীয়। সব কিছু তিনিই সৃষ্টি করেছেন, সবই তাঁর মালিকানাধীন এবং সবাই তাঁর আনুগত্য করছে। তিনি তাঁর প্রিয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন : হে নাবী! তুমি বলে দাও, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের রবের, মানুষের অধিপতির এবং মানুষের মা'বুদের, পশ্চাদাপসরণকারীর অনিষ্টতা হতে যে মানুষের অন্তরসমূহে কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনা দিয়ে থাকে। তা সে জিন হোক

অথবা মানুষ হোক। অর্থাৎ যারা অন্যায় ও খারাপ কাজকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে মানুষের চোখের সামনে হাযির করে পথভ্রষ্ট এবং বিভ্রান্ত করার কাজে অতুলনীয়। এমন কাজ নেই যা করতে তারা এতটুকু দ্বিধাবোধ করে। আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাই শুধু তাদের অনিষ্টতা হতে রক্ষা পেতে পারে।

সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘তোমাদের মধ্যে এমন কোন লোক নেই যার সাথে একজন করে শাইতান না রয়েছে।’ সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার সাথেও কি শাইতান রয়েছে?’ উত্তরে তিনি বললেন : ‘হ্যাঁ আমার সঙ্গেও শাইতান রয়েছে? কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা ঐ শাইতানের মুকাবিলায় আমাকে সাহায্য করছেন, কাজেই আমি নিরাপদ থাকি। ফলে সে আমাকে সৎ আমল ও কল্যাণের শিক্ষা দেয়।’ (মুসলিম ২১৬৭)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ই‘তিকাফে থাকা অবস্থায় উম্মুল মু‘মিনীন সাফিয়া (রাঃ) তাঁর সাথে রাতের বেলায় দেখা করতে গিয়েছিলেন। তিনি ফিরে যাবার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাঁকে এগিয়ে দেয়ার জন্য তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকেন। পথে দু’জন আনসারীর সাথে দেখা হল। তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাঁর স্ত্রীকে দেখে দ্রুতগতিতে হেঁটে যাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে থামালেন এবং বললেন : ‘জেনে রেখ যে, আমার সাথে যে মহিলাটি রয়েছেন তিনি আমার স্ত্রী সাফিয়া বিনতে হুইয়াই (রাঃ)।’ তখন আনসারী দু’জন বললেন : “আল্লাহ পবিত্র। হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এ কথা আমাদেরকে বলার প্রয়োজনই বা কি ছিল?” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন : ‘মানুষের রক্ত প্রবাহের মত শাইতান ঘুরাফিরা করে থাকে। সুতরাং আমি আশংকা করছিলাম যে, শাইতান তোমাদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে দিতে পারে।’ (ফাতহুল বারী ৪/৩২৬)

সাদ্দ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে এ আয়াত সম্পর্কে বলেন যে, শাইতান আদম সন্তানের মনে তার থাবা বসিয়ে রাখে। মানুষ যখনই অন্য মনস্ক থাকে কিংবা বেখেয়াল থাকে তখনই শাইতান কুমন্ত্রণা

দিতে শুরু করে। আর যখনই মানুষ আল্লাহকে স্মরণ করে তখন সে পশ্চাদাপসরণ করে। (তাবারী ২৪/৭০৯) মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। (তাবারী ২৪/৭১০)

সুখ-শান্তি এবং দুঃখ কষ্টের সময় এবং অতি সুখের সময়েও শাইতান মানুষের মনে ছিদ্র করতে চায়। অর্থাৎ তাকে পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করে। এ সময়ে যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ করে তাহলে শাইতান পালিয়ে যায়। (তাবারী ২৪/৭১০)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, শাইতানকে মানুষ যেখানে প্রশ্ন দেয় সেখানে সে মানুষকে অন্যায় অপকর্ম শিক্ষা দেয়, তারপর কেটে পড়ে। (তাবারী ২৪/৭১০)

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : **الَّذِي يُوسِّسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ** মানব মণ্ডলীর অন্তরসমূহে কুমন্ত্রণা দেয়। **نَاسٍ** শব্দের অর্থ মানুষ। তবে এর অর্থ জিনও হতে পারে। কুরআনুল হাকীমের অন্যত্র রয়েছে : **بِرَجَالٍ مِّنْ** **الْجِنِّ** অর্থাৎ জিনের মধ্য হতে কতকগুলো লোক। কাজেই জিনসমূহকে **نَاسٍ** শব্দের অন্তর্ভুক্ত করা অসঙ্গত নয়। মোট কথা, শাইতান জিন এবং মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে।

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (জিনের মধ্য হতে অথবা মানুষের মধ্য হতে)। অর্থাৎ এরা কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে, তা সে জিন হোক অথবা মানুষ হোক। এর তাফসীর এরূপও করা হয়েছে। মানব ও দানব শাইতানরা মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা অন্য এক জায়গায় বলেন :

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا

আর এমনভাবেই আমি প্রত্যেক নাবীর জন্য বহু শাইতানকে শত্রুরূপে সৃষ্টি করেছি; তাদের কতক মানুষ শাইতানের মধ্য হতে এবং কতক জিন শাইতানের মধ্য হতে হয়ে থাকে, এরা একে অন্যকে কতকগুলি

মনোমুগ্ধকর ধোঁকাপূর্ণ ও প্রতারণাময় কথা দ্বারা প্ররোচিত করে থাকে।
(সূরা আন'আম, ৬ : ১১২)

মুসনাদ আহমাদে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলল : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার মনে এমন সব চিন্তা আসে যেগুলো প্রকাশ করার চেয়ে আকাশ থেকে পড়ে যাওয়াই আমার নিকট বেশী পছন্দনীয় (সুতরাং এ অবস্থায় আমি কি করব?)। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন : ‘(তুমি বলবে) :

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ كَيْدَهُ إِلَى الْوَسْوَةِ

‘আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ তা‘আলার জন্যই সমস্ত প্রশংসা যিনি শাইতানের প্রতারণাকে ওয়াস্ওয়াসা অর্থাৎ শুধু কুমন্ত্রণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন, বাস্তবে কাজে পরিণত করেননি।’ (আহমাদ ১/২৩৫, আবু দাউদ ৫/৩৩৬, নাসাঈ ৬/১৭১০)

সূরা নাস এর তাফসীর সমাপ্ত।

আম্মাপারাসহ সম্পূর্ণ ‘তাফসীর ইব্ন কাসীর’ শেষ হল। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা সারা বিশ্বের রাব্ব আল্লাহরই প্রাপ্য। আমরা তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমীন!!